জাতিসংঘের সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল এবং আন্তর্জাতিক সালিশী আদালতের রায়ে বাংলাদেশের অর্জিত জলসীমায় সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভার তারিখ ঃ ২০.০৮.২০১৪ খ্রিঃ, বুধবার

সময় ঃ সকাল ১১.৩০ ঘটিকা।

সভাপতি ঃ শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

স্থান ঃ চামেলী হল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

১। সভার শুরুতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর সভা অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট তিনি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন। তিনি জানান মায়ানামারের সাথে আইনী লড়াইয়ে ১ লক্ষ ১১ হাজার বর্গ কিলোমিটার এবং ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ সংক্রান্ত রায়ে ১৯,৪৬৭ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছু এলাকায় দ্বৈততা থাকায় বাংলাদেশের অর্জিত মোট সমুদ্র এলাকার আয়তন ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার। তিনি জানান বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা চুড়ান্ত হওয়ায় দেশের অর্থনীতিতে এর ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এক্ষেত্রে দেশের সামগ্রিক মানচিত্র তৈরীর পাশাপাশি বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় তেল, গ্যাস, মূল্যবান খনিজ সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ আহরণ, সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা বিধান, মৎস্য সম্পদ ও সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের জন্য দক্ষ জনবল তৈরী করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগ পর্যায়ে এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে আজকের সভা আহবান করা হয়েছে। তিনি আরও অবহিত করেন যে, এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিগত ০৬ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টার সভাপতিত্বে একটি প্রস্তুতি সভা এবং বিগত ১৮ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাপতিত্বে আর একটি প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার এ পর্যায়ে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যে জানান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মানুষের আশা আকাংখা পূরণে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সকল প্রকার অত্যাচার, নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। জাতির পিতার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সাহস ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এদেশের মানুষকে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করে। ফলে নয় মাস মহান মুক্তিযুদ্ধের পর পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় ঘটে। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। গ্যাসক্ষেত্রের মালিকানা তিনি সরকারের উপর ন্যস্ত করেন। ফলে বাঙ্গালী জাতি প্রথম তাঁর সময়েই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মালিকানা অর্জন করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে টেরিটোরিয়াল এ্যাক্ট প্রণয়ন করে সমুদ্রসীমা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দাবীর সূচনা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট জাতির জীবনে একটি কলংকজনক দিন। এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শাহাদাত বরণ করেন। জাতির জনকের পর সমুদ্র অঞ্চলে দেশের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কোন সরকার আর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করার পর এ বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০৮ সালে পুনরায় বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করলে সমুদ্রসীমা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আরও একধাপ এগিয়ে যায়।

সমুদ্রসীমা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক কাজ ছিল অত্যন্ত জটিল। কারণ একদিকে প্রতিবেশী দুই দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হয়েছে অন্যদিকে সমুদ্র আইন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল ও আন্তর্জাতিক সালিশী আদালতে মামলা পরিচালনা করে দাবী আদায় করতে হয়েছে। তবে সরকার অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে সমুদ্রসীমা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের বিগত শাসনামলে দেশের প্রতিরক্ষা খাতকে শক্তিশালী করার জন্য নৌবাহিনীর জন্য ফ্রিগেট এবং বিমানবাহিনীর জন্য মিগ যুদ্ধবিমান ক্রয় করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এসকল সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য মামলার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সমুদ্র সম্পদ আহরণের জন্য কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে, আমাদের অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। সমুদ্র সীমা শুধু অর্জন করলে হবেনা বরং দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে সমুদ্র সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং এ অর্জন ধরে রাখতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও জানান ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ সরকারের সময় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য যে পরিমাণ জমি বরাদ্দ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, পরবর্তীতে তত্বাবধায়ক সরকারের সময় জমির পরিমাণ অনেক কমিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণের পর উক্ত ইনস্টিটিউটকে বর্ধিত পরিমাণ জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়। সমুদ্র বিষয়ক গবেষণার জন্য এ্যাকুরিয়াম প্রয়োজন। ফলে এ ধরণের ইনস্টিটিউট এর জন্য অধিক পরিমাণ জমি বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এটমিক এনার্জি কমিশন সমুদ্র সৈকতের বালুতে কি কি খনিজ পদার্থ রয়েছে তা আবিষ্কার করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ে কোর্স চালু রয়েছে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ কোর্স চালু করা প্রয়োজন। ১৯৯৬ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী সমন্বিতভাবে উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন কার্যক্রম শুরু করে। সন্দীপ এলাকায় ক্রসড্যাম তৈরী করলে ভোলা জেলার অনেক এলাকা বিলীন হয়ে যাবে মর্মে অনেকের আশংকা রয়েছে। বিষয়টির যথার্থতা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। কারণ ক্রসড্যাম নির্মাণ করলে প্রচুর পরিমাণ জমি পুনরুদ্ধার হবার সম্ভাবনা রয়েছে। নদী ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার করতে হবে। ভাসমান চরে গাছ লাগানো হলে নতুন চর দ্রুত স্থায়ীরূপ লাভ করবে। কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলে ঝাউবন আছে যা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে কক্সবাজার শহরকে রক্ষা করছে। জাতির পিতার নির্দেশে কক্সবাজারের ঝাউবন সৃজন করা হয়েছিল। সুন্দরবন আছে বলে বাংলাদেশ সুন্দরভাবে টিকে আছে। আবার বাঘ আছে বলে সুন্দরবন টিকে আছে। প্রকৃতি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সবকিছুর সুরক্ষা নিশ্চিত করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দাবী উত্থাপন করেন। এতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে নৌ-হেডকোয়ার্টার স্থাপনের দাবী ছিল অন্যতম। গভীর সমুদ্র এলাকার সম্পদ রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষার জন্য কোস্ট গার্ডকেও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন আমাদের নিজস্ব সাটেলাইট থাকা প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য আমরা নিজস্ব স্যাটেলাইট থেকে সংগ্রহ করব। প্রতি বছর রুটিন করে আমাদের নদীগুলো ড্রেজিং করতে হবে। নদী শাসন ও নদী ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে অধিক নজর দেয়া প্রয়োজন। সমুদ্রের বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন চর জেগে উঠছে। চরগুলোকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন । দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষত বরগুনা জেলায় শিপ বিল্ডিং ও শিপ রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তুলতে হবে। তেল গ্যাস আহরণের জন্য সকল ব্লক একক কোন কোম্পানীকে লীজ দেয়া যাবেনা। এতে একক কোম্পানীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে

থাকতে হয়। আওয়ামীলীগের বিগত সময়ে কোন তেল, গ্যাস কোম্পানীকে ২টির বেশী ব্লক দেয়া হয়নি। আমাদের গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে নিতে হবে। সমুদ্র সম্পদ আহরণের জন্য পৃথকভাবে অর্থ বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশ-ভারত-শ্রীলংকা-মালদ্বীপ সমন্বয়ে সী ক্রুজের কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে। কক্সবাজার-টেকনাফ ৪(চার) লেন বিশিষ্ট মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ করে তা রক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমুদ্রের তীরে মেরিন ড্রাইভ এবং সাগরের মাঝে কোন হাইরাইজ ভবন নির্মাণ করা যাবেনা। কক্সবাজার থেকে সমুদ্রতীর হয়ে পতেঙ্গা পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য কোন সড়ক নির্মাণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্ট্যাডি করতে পারে। সমুদ্রসীমা অর্জনের প্রেক্ষিতে আইন ও প্রটোকল ইত্যাদি রিভিজিট করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

৩। সভার এ পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করা হয়। প্রথমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম এফেয়ার্স ইউনিটের সচিব পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন ও বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি জানান যে দেশ সমুদ্রকে যত বেশী ব্যবহার করতে পেরেছে সে দেশ তার অর্থনীতিকে ততবেশী এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমুদ্র ও সমুদ্র সম্পদসমূহ কাজে লাগিয়ে উপকূলীয়/দ্বীপ দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্ভাবনার এক নতুন দ্বার উম্মোচিত হচ্ছে। দারিদ্র দূরীকরণ, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা সহ অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে সমুদ্রের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রায় ১ বিলিয়ন মানুষের প্রোটিন চাহিদা সাগর থেকে মেটানো হয়ে থাকে। ইতোমধ্যেই ৩৭০ কিঃমিঃ পর্যন্ত Exclusive Economic Zone এ সকল প্রাণীজ ও খনিজ সম্পদের উপর এবং ৩৭০ কিঃ মিঃ এর বাইরে মহীসোপানে সকল খনিজ সম্পদের উপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘে মহীসোপানের দাবী উপস্থাপন করেছিল। ট্রাইব্যুনালের রায়ের পর "জাতিসংঘ মহীসোপানের সীমানা নির্ধারণী কমিশন" হতে মহীসোপানের দাবীর সুপারিশ গ্রহণের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

তিনি জানান বর্তমানে চট্রগ্রাম উপকূল থেকে ৬৬৭ কি:মি: এলাকা পর্যন্ত মাছ ধরার সুযোগ থাকলেও উপকূল থেকে ২০-৩০ কি: মি: পর্যন্ত আনুমানিক ৫০ হাজার কাঠের নৌকার মাধ্যমে এবং এর পরের ২০-৩০ কি:মি: পর্যন্ত স্টীলবডি ট্রলারের মাধ্যমে মাছ ধরা হয়। প্রতিবছর বঙ্গোপসাগর থেকে যে পরিমান মাছ ধরা হয় সেখানে বাংলাদেশের মাছ আহরণের পরিমাণ খুবই কম। তাছাড়া ৩৭০ কি: মি: এর বাইরে High Sea তে ইন্ডাস্ট্রীয়াল ট্রলারের মাধ্যমে মৎস্য আহরণের আইনগত অধিকার থাকলেও এ যাবৎ মৎস্য আহরণের তেমন কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। বঙ্গোপসাগরে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ থাকলেও কোন প্রজাতির মাছ কি পরিমাণে ধরা সম্ভব সেটা জরিপ জাহাজের অভাবে নিরুপণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

তিনি আরও জানান বাংলাদেশের প্রায় ৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় ২,৬০০ জাহাজ বহন করে থাকে, অথচ সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের নিজস্ব জাহাজের সংখ্যা মাত্র ৬৯টি। প্রতি বছর ফ্রেইট হিসেবে ৬ বিলিয়ন ডলার বিদেশী জাহাজকে পরিশোধ করা হয়। বাংলাদেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বঙ্গোপসাগর ও সুন্দরবনের অবদান অনস্বীকার্য। সাগর এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে শ্বাসমূল বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ৭৫টি Marine Island থাকলেও বেশিরভাগ দ্বীপগুলোতে উল্লেখযোগ্য কোন কৃষিকাজ বা পশুপালন করা হয় না; অথচ চর এলাকায় বা ভাটার সময় পানি থাকে না এ রকম এলাকায় ম্যানগ্রোভ ধরণের (সুন্দরী) গাছ লাগিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে কৃত্রিম দ্বীপ সৃষ্টি করে এলাকাগুলোকে

বসবাসযোগ্য করে তোলা সম্ভব। জীব বিজ্ঞান ও সমুদ্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিবিড় গবেষণার জন্য "ওসেনোগ্রাফিক রিসার্চ জাহাজ" সংগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৪। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি জানান মোট সামুদ্রিক মাছের প্রজাতি ৪৭৫ টি। চিংড়ির ৩৬টি, লবস্টার এর ৫টি, স্কুইডের ৩টি, সমুদ্র শৈবালের ১৯টি এবং সামুদ্রিক কচ্ছপের ৫টি প্রজাতি রয়েছে। তিনি আরও জানান যে, Bangladesh Marine Fisheries Capacity Building প্রকল্পের আওতায় ডিমার্সাল ও পেলাজিক মাছের মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন নির্ণয়ের নিমিত্ত আগামী মার্চ ২০১৫ মাসে নবনির্মিত গবেষণা জাহাজ আর ভি মীন সন্ধানী বাংলাদেশে পৌছাবে। এই জাহাজের মাধ্যমে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাবে তা হলো মাছের মজুদ নিরূপণ, প্রতি বৎসর ১৬০ দিনের ট্রিপ, ০২ বছরে মজুদ নিরূপণ সম্পন্ন, ফিশিং গ্রাউন্ড ও মেরিন রিজার্ভ পর্যবেক্ষণ, অননুমোদিত ফিশিং ও অবৈধ ট্রলার অনুপ্রবেশ রোধে মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স ইত্যাদি। তাছাড়া আইডিবি এর সহায়তায় পাইলট প্রকল্প হিসাবে ১০০টি ট্রলার মনিটরিং এর নিমিত্ত ভিটিএমএস স্থাপনের জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যা পর্যায়ক্রমে সকল ট্রলার এর জন্য প্রযোজ্য হবে বলে তিনি জানান। তিনি আরও জানান স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় সর্বপ্রথম ১৯৭৩ সালে ড. ওয়েস্ট কর্তৃক ডিমার্সাল মাছের মজুদ নিরুপণসহ পেলাজিক মাছের মজুদ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। তিনি সভায় স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রম (২০১৮ সাল নাগাদ বাস্তবায়ন যোগ্য), মধ্য মেয়াদী কার্যক্রম (২০২৩ সাল নাগাদ বাস্তবায়ন যোগ্য) এবং দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম (২০৩০ সাল নাগাদ বাস্তবায়ন যোগ্য) উপস্থাপন করেন।

৫। সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি জানান ভারত এবং মিয়ানমার এর সাথে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হবার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দ্রুততম সময়ে গভীর ও অগভীর সমুদ্রসীমার তেল-গ্যাস ব্লকসমূহের জন্য বিড আহবান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যথাযথ নীতি, আর্থিক কাঠামো ও চুক্তির পরিসর নির্ধারণ না করে বিড আহবান করা হলে কাঙ্খিত উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। তাই সব রকমের অপশন ও পদ্ধতি বিচার বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সমীচীন হবে।

তিনি আরও জানান, দেশের সমুদ্র অঞ্চলের অগভীর অংশের পশ্চিম ভাগে এবং গভীর সমুদ্র এলাকায় কোন অনুসন্ধান উপাত্ত নেই। ফলে এ সব এলাকার সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে যেমন সরকারের কোন ধারণা নেই তেমনি প্রতিযোগিতামূলক বিড প্রদানের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য আইওসিসমূহের নিকট তা আকর্ষণীয় হয় না এবং বিডারের সংখ্যা পর্যাপ্ত হয় না। গভীর সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিপুল ব্যয়, উচ্চতর ঝুঁকি এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার বিবেচনায় মডেল পিএসসি-২০১২ সংস্কার/পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিগত সময়ে মডেল পিএসসি'র কিছু পরিবর্তন সাধন করা হলেও তা গভীর সমুদ্রের জন্য প্রযোজ্য কাঠামোগত ও আর্থিক চাহিদা নিরূপণে অপর্যাপ্ত বিবেচিত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবেশী দেশসমূহের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা এবং বাংলাদেশের গভীর সমুদ্রের দূরত্ব ও সমুদ্র তলের জটিলতা/অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও সম্ভাব্য আর্থিক বিনিয়োগের পরিমাণ বিবেচনায় গভীর সমুদ্রের জন্য মডেল পিএসসি পুনর্বিন্যাস/পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

তিনি আরও জানান সামুদ্রিক এলাকা হতে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলোঃ তেল ও গ্যাস, ঢেউয়ের শক্তি, জোয়ারের শক্তি, উপকূলীয় বায়ু, সুপেয় পানির নিরাপত্তা ও লবণ উৎপাদন, সামুদ্রিক তাপ-শক্তি রূপান্তর, সামুদ্রিক খনিজ আহরণ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের মধ্য এবং বহিঃ মহীসোপানে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন খনিজের উপস্থিতি রয়েছে যার মানচিত্রায়ন প্রয়োজন। সর্বপ্রথম ১৯৯৩ সালে জার্মান-বাংলাদেশ সামুদ্রিক জরিপের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের বর্হিঃ মহীসোপানে ৮০ হতে ১১০ মিটার গভীরতায় অর্থনৈতিক গুরত্বসম্পন্ন খনিজের উপস্থিতি সনাক্ত করে। গভীর সামুদ্রিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমায় খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য সমুদ্র তলদেশ মানচিত্রায়ন এবং নমুনা সংগ্রহণকরণ এবং মধ্য সামুদ্রিক রিজ এলাকা ও তার আশপাশের জরিপ করা প্রয়োজন। অগভীর সামুদ্রিক অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় জলসীমা (টেরিটোরিয়াল ওয়াটার) এলাকায় সমুদ্র তলদেশ মানচিত্রায়ন, চিহ্নিত এলাকাসমূহে নির্দিষ্ট পরিসরে ব্যাথিমেট্রিক সার্ভে করা, বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় জলসীমায় (টেরিটোরিয়াল ওয়াটার) উপকূলের নিকটবর্তী থেকে ৩০ মিটার পর্যন্ত স্বল্প গভীরতায় সমুদ্র তলদেশে নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক ভূপ্রকৌশল তথ্য আহরণ করা এবং তেল সমৃদ্ধ এলাকার উন্নয়ন, খনন প্লাটফরম, পাইপলাইন ও কেবল বসানোর ক্ষেত্রে বিস্তারিত ভূপ্রকৌশল জরিপ কাজ করা প্রয়োজন।

৬। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব বক্তব্যে জানান যে, সমুদ্র সীমা অর্জনের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ দিয়ে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হলে বন্দর ব্যবস্থা এবং নৌপরিবহন ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা প্রয়োজন। আমাদের আমদানি রপ্তানি অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর সাথে সমন্বয়ের লক্ষ্যে আমাদের বন্দর সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করা প্রয়োজন, আমাদের জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পায়রা বন্দরের উন্নয়নের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কাজ করছে বলে তিনি জানান। জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের সাথে কোস্টাল শিপিং চালু করা প্রয়োজন। তিনি সভায় ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন কমিশন করার প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

৭। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন। তিনি জানান ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্র জয়ের ফলে বঙ্গোপসাগরে এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোনে প্রায় ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র এলাকায় সমুদ্রসম্পদ আহরণে আর কোন বাধা নেই । এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোনের বাইরে প্রায় ২০০ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার গভীর সমুদ্র এলাকায় সব রকমের জীব ও অজীব সম্পদ আহরণেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে । আমাদের সমুদ্রে তৈল, গ্যাস, খনিজ সম্পদের পাশাপাশি রয়েছে নবায়নযোগ্য জীব সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার, সামুদ্রিক মৎস্য, সামুদ্রিক প্রাণি, পাখি, সমুদ্র শৈবাল, প্রবাল ইত্যাদি এবং এদের অনন্য প্রতিবেশ ব্যবস্থা । সমুদ্রে দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে তিনি জানান নানাভাবে সমুদ্র দূষণ ও পরিকল্পিত ভাবে উপকূল ও সমুদ্রের মৎস্য সম্পদ আহরণের কারণে উপকূলীয় প্রতিবেশ ও সমুদ্র প্রতিবেশ অবক্ষয়িত হচ্ছে এবং জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে । সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কৌশল সম্পর্কে তিনি জানান উপকূল এবং সমুদ্র পরিবেশ ও প্রতিবেশকে সংরক্ষিত রেখে সমুদ্র সম্পদের টেকসই আহরণই হতে পারে আমাদের কৌশল। উপকূল ও সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা করতে হবে Ecosystem-based Approach অনুসরণ করে। উপকূল ও সমুদ্রের অজীব ও জীব সম্পদ এমনভাবে আহরণ করতে হবে যাতে সমুদ্র প্রতিবেশের জীববৈচিত্র্য হারিয়ে না যায় এবং এ সমৃদ্ধ প্রতিবেশের সম্পদ নবায়নের সক্ষমতা অক্ষুন্ন থাকে ।

৮। নৌবাহিনী প্রধান পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও বক্তব্যে জানান যে, সমুদ্রসীমার এই প্রাপ্তি নতুন হলেও সমুদ্রসীমার এই দাবি বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই সূচিত হয়েছিল। জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে টেরিটোরিয়াল এ্যাক্ট অনুমোদন করে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার নির্দিষ্ট দাবি সূচনা করেন।

তিনি জানান বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকার সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বছরের ৩৬৫ দিনই নিরবিচ্ছিন্নভাবে সমুদ্রে টহল ও বহুবিধ অপারেশানাল কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তবে বর্তমান প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট বিশাল সমুদ্র এলাকায় নজরদারি বৃদ্ধির জন্য নৌবাহিনীতে যথাশীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফ্রিগেটের ন্যায় বৃহদাকারের যুদ্ধজাহাজ সংযোজন প্রয়োজন। একই সাথে দ্রুততার সাথে সমগ্র সমুদ্র এলাকার উপর নজরদারির জন্য আরও কিছুসংখ্যক Maritime Patrol Aircraft ও হেলিকপ্টার সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়াও গভীর সমুদ্রে বিদ্যমান খনিজ সম্পদ আহরণের নিমিত্তে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রয়োজনীয় গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ০১টি ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ভেসেল এবং নিজস্ব জলসীমায় দূর্ঘটনা কবলিত জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদির উদ্ধার কার্যে ব্যবহারের জন্য ০১টি রেসকিউ এন্ড স্যালভেজ শিপ সংযোজন প্রয়োজন।

তিনি জানান বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে শীঘ্রই ০২ টি সাবমেরিন সংযোজিত হতে যাচ্ছে। সাবমেরিনের নিরাপদ পরিচালনা এবং সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষ পোতাশ্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ স্থাপনা নির্মাণের প্রয়োজন হবে। নৌবাহিনীর ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভূমি অধিগ্রহণ, নতুন নৌঘাঁটি স্থাপন, বিদ্যমান নৌঘাঁটিসমূহের সম্প্রসারন, বার্থিং সুবিধা নির্মাণ, প্রশিক্ষণ অবকাঠামোর বৃদ্ধিকরণ ও ইউটিলিটি অবকাঠামোর উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। নৌবাহিনীর সম্পদ সংগ্রহ ও অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বাজেট খাতের বাৎসরিক বরাদ্দ আনুমানিক ৬০-৭০% বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। এছাড়াও জাতীয় প্রয়োজনীয়তা ও নৌবাহিনীর বাজেট স্বল্পতা বিবেচনাকরতঃ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ভেসেল এবং রেসকিউ এন্ড সালভেজ শিপ সংগ্রহের বিষয়টি Annual Development Plan (ADP) এর আওতায় বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

নৌবাহিনী কর্তৃক একটি খসড়া মেরিটাইম পলিসি প্রণয়ন করা হয়েছে যা অনুমোদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে । মেরিটাইম পলিসির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও সঠিক তদারকি এবং পর্যালোচনা করার জন্য সরকারের মেরিটাইম বিষয়ক পরামর্শক হিসাবে জাতীয় প্রয়োজনে একটি মেরিটাইম কমিশন গঠন করা প্রয়োজন মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

৯। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বক্তব্যে জানান যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মেরিটাইম ভিশন ছিল সুদুরপ্রসারী । তিনি ৬ দফা দাবী উত্থাপনের সময় সুসংগঠিত নৌবাহিনীর বিষয়ে উল্লেখ করেন। জাতির জনকের সময়ে ১৯৭৪ সালে টেরিটোরিয়াল এ্যাক্ট অনুমোদিত হয়। জাতিসংঘ ১০ বৎসর পর এ বিষয়ে কাজ করেছে। সমুদ্র প্রাকৃতিক সম্পদ, মাছ ও জ্বালানী সম্পদের আধার। সমুদ্রে অনেক অজানা সম্পদ আছে। এসব সম্পদ রক্ষার জন্য কোস্ট গার্ডের দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য ৮টি অফশোর ভেসেল প্রয়োজন বলে তিনি জানান।

১০। চেয়ারম্যান, স্পারসো বক্তব্যে জানান যে, স্পারসো কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন সংস্থাকে প্রদান করে থাকে। স্পারসোর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আবহাওয়া অধিদপ্তর নৌযানসমূহের জন্য বিভিন্ন বার্তা জারী করে থাকে। তাছাড়া বঙ্গোপসাগরে নৌযানের অবস্থান নির্ণয়ে স্পারসোর তথ্য সহায়তা করে। উজান থেকে নেমে আসা পলির কারণে নতুন চরের সৃষ্টি হয়। এ সংক্রান্ত সকল তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে স্পারসোর সক্ষমতা রয়েছে বলে তিনি জানান।

১১। সার্ভেয়ার জেনারেল অব বাংলাদেশ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও বক্তব্যে জানান যে, তাঁর প্রতিষ্ঠান ২০০৯ সাল থেকে সারা বাংলাদেশে ডিজিটাল ম্যাপ তৈরীর কাজ শুরু করেছে। সমুদ্রে নতুন অর্জিত এলাকা ম্যাপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১০ সালে স্যাটেলাইট ইমেজ থেকে নতুন সৃষ্ট ২৬ টি দ্বীপের সন্ধান তাঁর সংস্থা পেয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনুকূলে প্রদত্ত জাহাইজ্যার চর ইতোমধ্যে সার্ভে করা হয়েছে। নবসৃষ্ট এ চরের আয়তন ২৯০ বর্গকিলোমিটার। নেদারল্যান্ডস এর অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে সমুদ্র থেকে ভূমি পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন বলে তিনি জানান। ছোট ছোট দ্বীপ সমূহের মধ্যবর্তী এলাকায় বিশেষ প্রক্রিয়ায় ভূমি পুনরুদ্ধার করে একত্রিত করা সম্ভব হলে দ্বীপগুলোর আয়তন অনেক বেড়ে যাবে। সমুদ্রসীমা অর্জনের প্রেক্ষিতে দ্রুত গেজেট প্রকাশের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ/বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে সার্ভে করা হলে পরস্পরের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং স্বল্প ব্যয়ে গ্রহণযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ ফলাফল পাওয়া যাবে বলে তিনি জানান।

১২। চেয়ারম্যান, পরমাণু শক্তি কমিশন বক্তব্যে জানান যে, তাঁর প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থার সহায়তায় তেজস্ক্রিয়তা বিষয়ক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রে বর্জ্য নিক্ষেপের ফলে পানি দূষিত হয়। বর্তমানে সমুদ্রের পানিতে তেজস্ক্রিয়তা নির্ধারণের জন্য তারা কাজ করছেন বলে জানান।

১৩। ভারত ও মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হবার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যত কর্মপন্থা ও সমুদ্র সম্পদ আহরণের কৌশল নির্ধারণ বিষয়ে এক সভা প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টার সভাপতিত্বে ০৬ আগস্ট, ২০১৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচনার উল্লেখযোগ্য অংশ পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করা হয় যা নিম্নরুপ ঃ

- বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সর্বমোট ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র-অঞ্চল লাভ, যা মূল ভূখন্ডের ৮০.৫১ ভাগ।
- সমুদ্র সম্পদ আহরণের জন্য সমন্বিত কর্মসূচির বিশেষ প্রয়োজন।
- গভীর সমুদ্রে অবস্থিত ব্লকসমূহে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য Non-Exclusive Multi-Client Seismic Survey পরিচালনা করা যায়।
- আন্তর্জাতিক কোম্পানীসমূহকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
- মৎস্য আহরণ কার্যক্রমের উন্নয়নে বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- Blue Economy সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের সম্যক জ্ঞান অর্জন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
- একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ খুবই জরুরি।
- প্রশিক্ষিত জনবল এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহ করে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- জরীপ জাহাজ ক্রয়/স্বল্পমেয়াদে ভাড়া করে ভূমি, সমুদ্র জরিপ, মৎস্য আহরণ এবং আনুষাঙ্গিক কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।
- সমুদ্র সম্পদ রক্ষায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার ও অর্থবহ করা প্রয়োজন।
- আবহাওয়া পূর্বাভাস ও পর্যবেক্ষণ অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করতে হবে।
- ক্ষেত্র বিশেষে বেসরকারী খাতকেও সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।
- সমুদ্র সীমায় নির্বিঘ্নে কাজ করার সুবিধার্থে ভারত ও মায়ানমারের সাথে অপারেশনাল সমঝোতা প্রয়োজন।

১৪। সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সমুদ্রসীমা অর্জনের প্রেক্ষিতে আইন সংশোধন করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমুদ্রসীমা অর্জনের প্রেক্ষিতে সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজন রয়েছে কিনা সে বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য সানুগ্রহ নির্দেশনা প্রদান করেন।

১৫। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় জানান ভারতের সাথে বিদ্যমান নৌ প্রটোকল দ্রুত রিভিজিট করা প্রয়োজন। তিনি জানান চেন্নাই-কোলকাতা থেকে সুন্দরবন ও চট্টগ্রাম হয়ে সেন্ট মার্টিন পর্যন্ত কোস্টাল ট্যুরিজমের রুট চালু করা যেতে পারে। আগামী নভেম্বর থেকে এটা শুরু করার লক্ষ্যে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে তিনি জানান।

১৬। মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, সমুদ্রসীমা অর্জনের প্রেক্ষিতে আমরা কী কী কাজ করব তার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রথমেই আমাদের দক্ষ জনবল প্রয়োজন বলে তিনি জানান। অর্জিত সমুদ্রসীমায় আমাদের যেসকল সম্পদ রয়েছে তা বিস্তারিত জানার জন্য জরিপ করা প্রয়োজন। নিজস্ব জ্ঞান, দক্ষতা দিয়ে এটা জানা সম্ভব না হলে আন্তর্জাতিক কনসালট্যান্ট নিয়োগ করে এসব তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। গভীর সমুদ্র থেকে মৎস্য সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে আমাদের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সমুদ্র সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে কোস্ট গার্ড এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সমুদ্রের বর্ডার এলাকা থেকে প্রথমেই তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য সম্পদ আহরণের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে তিনি জানান।

১৭। মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় বক্তব্যে সমুদ্রসীমা অর্জনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে এবং মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেসকল কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন তা বাস্তবায়নে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। প্রতিবেশী দুই দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নিজের দাবী আদায় করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গভীর প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। সমুদ্রের কোন এলাকায় কী কী সম্পদ আছে তা জানার জন্য জরিপ করা প্রয়োজন বলে তিনি সভায় জানান। আমাদের সমুদ্রসীমায় মাছের অভয়াশ্রম করা যেতে পারে বলে সভায় তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন বলে তিনি জানান। সমুদ্র বিজয়ের সুফল যাতে জনগণের কাছে পৌঁছে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১৮। মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তাঁর বক্তব্যে সমুদ্রসীমা অর্জনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও জানান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালী জাতিকে একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির জনকের রেখে যাওয়া দেশের আয়তন ৮০% বৃদ্ধি করেছেন। সমুদ্র অফুরন্ত সম্পদের উৎস। এই সম্পদ যথাযথভাবে আহরণ করে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হলে বাঙ্গালী জাতির আর্থিক উন্নয়নে বিপ্লব সূচিত হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দূরদর্শিতায় তাঁর সময়ে সমুদ্রে সার্ভে করা হয়েছিল। বর্তমানে সার্ভে কাজের জন্য একটি জাহাজের নির্মাণ কাজ চলছে যা মার্চ, ২০১৫ নাগাদ পাওয়া যাবে বলে মাননীয় মন্ত্রী অবহিত করেন। সমুদ্রে বিশাল এলাকার অধিকার লাভ করায় সার্ভের জন্য আরও জাহাজ প্রয়োজন। সাময়িক সময়ের জন্য সার্ভে জাহাজ ভাড়ায় সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বিদেশী মৎস্য ধরার ট্রলার আমাদের সমুদ্র সীমা থেকে যাতে মৎস্য সম্পদ আহরণ করতে না পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

১৯। মাননীয় মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সমুদ্রসীমা অর্জনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। তিনি আরও জানান বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ সংখ্যা ২৬ থেকে ৭২ এ উন্নীত হয়েছিল কিন্তু এখন ৬৯ টিতে নেমে এসেছে। এ খাতের জন্য কিছু ইনসেনটিভ প্রদানের বিষয়ে তিনি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরও জানান দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ তুলনামূলকভাবে দরিদ্র ও অবহেলিত। আওয়ামীলীগ সরকার দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। পটুয়াখালি জেলায় শিপ বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করা যেতে পারে। পায়রা বন্দর প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলছে। এতে মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। সমুদ্রসীমা অর্জনের সুফল সকল জনগণের কাছে পৌছাবে এবং দেশের উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মাননীয় মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

২০। মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সমুদ্রসীমা অর্জনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান সভার উপস্থাপনা ও বক্তব্য থেকে সকলেই সমৃদ্ধ হয়েছেন। সমুদ্রের বাতাস, সমুদ্রের স্রোত বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগাতে হবে। আমাদের সমুদ্র সৈকত ও সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার বালুতে মূল্যবান খনিজ রয়েছে। এটা আহরণ ও ব্যবহারের কৌশল আমাদের জানা প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান এসব সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে। গবেষণা ও উন্নয়ন কাজের জন্য বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

২১। মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এই গুরুত্বপূর্ণ সভা আহবানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান কোস্টাল টুরিজমের উন্নয়নের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। শ্রীলংকা, ভারত ও বাংলাদেশ এর মধ্যে কোস্টাল টুরিজমের ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এতে এ অঞ্চলের পর্যটক ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা বাংলাদেশ ভ্রমণে উৎসাহিত হবে। সমুদ্রসীমা অর্জনের প্রেক্ষিতে সমুদ্রসম্পদ যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের দক্ষ জনবল তৈরী করা প্রয়োজন মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

২২। মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সমুদ্রসীমা অর্জনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। সমুদ্র থেকে জমি উদ্ধার কাজ গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন করতে হবে বলে তিনি সভায় জানান। তিনি অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ক্রস ড্যাম নির্মাণ করে এ পর্যন্ত ১০০০ বর্গ কিলোমিটার জমি উদ্ধার করেছে। আমাদের নদীগুলো দিয়ে বছরে ১.৫ বিলিয়ন টন পলি প্রবাহিত হয়। এসব পলি জমা হয়ে চরের সৃষ্টি হয়। ক্রস ড্যামের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট চরের আয়তন দ্রুত বৃদ্ধি করা যাবে। এ লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সার্ভে অব বাংলাদেশ একত্রে কাজ করতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

২৩। মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমুদ্রসীমা অর্জনের জন্য এবং সমুদ্রসম্পদ আহরণের মাধ্যমে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে দ্রুত সভা আহবান করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। সমুদ্রে অর্জিত জলসীমা যথাযথভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আমাদের খুব দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে বলে তিনি জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

২৪। মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় সমুদ্রসীমা অর্জনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। সমুদ্র বিষয়ে যে সকল কাজ করা দরকার সকলেই সভা থেকে তা অবহিত হয়েছেন বলে তিনি জানান। সমুদ্রের কোন অঞ্চলে কী সম্পদ রয়েছে তা জানার জন্য এবং সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সার্ভে করা প্রয়োজন বলে তিনি সভায় জানান। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করতে হবে। গভীর ও অগভীর সমুদ্রের জন্য আলাদাভাবে সার্ভেসহ সকল প্রকার কাজ করতে হবে। গভীর ও অগভীর সমুদ্র নিয়ে একইসাথে পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তিনি জানান। সমুদ্র সম্পদ আহরণে দক্ষ জনবল তৈরীর উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

২৫। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আবুল কালাম আজাদ জানান সমুদ্র সম্পদের অবস্থান ও পরিমাণ নির্ধারণে জরিপ কাজ পরিচালনা করা, সমুদ্রসম্পদ রক্ষা, সম্পদ আহরণ, গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ, বিদেশী নৌযানের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা, সমুদ্র সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা ইত্যাদি বিষয়ে কার দায়িত্ব কী হবে সে বিষয়ে সকলেই অবহিত হয়েছেন। অতঃপর তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

ক) সমুদ্র সীমা অর্জনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা শীঘ্র স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এসকল কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ইহা সমন্বয় করা হবে।

খ) সমুদ্রের কোন কোন এলাকায় কী কী খনিজ সম্পদ, মূল্যবান অন্যান্য সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ ইত্যাদি রয়েছে তা দ্রুত সার্ভে করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে নিজস্ব জাহাজের পাশাপাশি ভাড়ায় জাহাজ সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। একই সাথে সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আহরণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। অর্থ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বিভিন্ন সংস্থার অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করবে।

গ) সমুদ্র সম্পদ রক্ষা, সমুদ্রের উপকূলীয় এলাকা ও গভীর সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য কোস্টগার্ড ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

ঘ) সমুদ্র ও নদীর মোহনা এলাকায় জেগে উঠা নতুন চর স্থায়ী করার লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। সমুদ্রে কাছাকাছি/নিকট দূরত্বে জেগে উঠা চরসমূহকে ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে একত্রীকরণ করতে হবে।

ঙ) সন্দীপ এলাকায় ক্রস ড্যাম নির্মাণ করা যাবে কিনা এবং ক্রস ড্যাম নির্মাণ করলে ভোলা জেলায় এর কোন প্রভাব পড়বে কীনা সে বিষয়ে স্টাডি করতে হবে।

চ) বাংলাদেশ-ভারত-শ্রীলংকা-মালদ্বীপ এই চারটি দেশের সমন্বয়ে সী ক্রুজের/কোস্টাল ট্যুরিজমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে নৌ প্রটোকল, আইন ইত্যাদি রিভিজিট করা যেতে পারে।

ছ) বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার তেল, গ্যাস, মূল্যবান খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ আহরণ ইত্যাদির জন্য দক্ষ জনবল তৈরী করতে হবে।

জ) বিভিন্ন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ক কোর্স চালু করতে হবে।

ঝ) দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষত বরগুনা জেলায় শিপ বিল্ডিং এবং শিপ রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তুলতে হবে। সমুদ্র বন্দর থেকে নদীপথে কন্টেনার পরিবহন করতে হবে যাতে মহাসড়কের ওপর চাপ কম পড়ে।

ঞ) সমুদ্র থেকে তেল, গ্যাস আহরণের সময় প্রকৃতি সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে হবে। গভীর ও অগভীর সমুদ্রের তেল গ্যাস ব্লকসমূহ কোন একক কোম্পানীর নিকট লীজ দেয়া যাবেনা। দেশের জনগণের কল্যাণ ও জনগণের স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তেল গ্যাস আহরণের জন্য ব্লক লীজ দিতে হবে।

ট) দেশের সমুদ্রসীমায় বিদেশী ট্রলার/জাহাজের অননুমোদিত ফিশিং এবং অবৈধ ট্রলার/জাহাজের অনুপ্রবেশ রোধে মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অধিক সংখ্যায় মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন করতে হবে।

ঠ) কক্সবাজার-টেকনাফ ৪(চার) লেন বিশিষ্ট মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ করতে হবে। মেরিন ড্রাইভ এবং সাগর তীরের মধ্যে কোন হাইরাইজ ভবন নির্মাণ করা যাবেনা।

ড) কক্সবাজার থেকে সমুদ্রতীর হয়ে পতেঙ্গা পর্যন্ত যাতায়াতের লক্ষ্যে সড়ক নির্মাণের বিষয়ে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি করতে হবে।

ঢ) প্রতি বছর রুটিন করে আমাদের নদীগুলো ড্রেজিং করতে হবে। নদী শাসন ও নদী ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

ণ) নতুন সমুদ্রসীমা অর্জনের প্রেক্ষিতে আইন, বিধি এবং প্রটোকলে কী পরিবর্তন করতে হবে তা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ পরীক্ষা করে পদক্ষেপ নেবে।

পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বা/=
(শেখ হাসিনা)
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার